

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভাসাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ সোমপুর গ্রামের অধিকাংশ লোক অনেক দিন ধরেই দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। অনেকের মতো লিমন, কায়সার ও সেলিনার জীবনও আবর্তিত হচ্ছিল দুর্দশাগ্রস্ত কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মাঝে। অবশেষে সমাজসেবক কায়সার মিয়ার প্রচেষ্টায় গ্রামের লোকেরা যুগোপযোগী চিন্তাধারার আলোকে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়।

◀ **শিখনফল, ১**

- ক. কত সালে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়? ১
খ. রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কায়সার মিয়ার গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার উনিশ শতকের শেষদিক বৃহৎ কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কায়সার মিয়ার চিন্তাধারার পথকে সোমপুর গ্রামের অনগ্রসরতাই সুগম করেছিল— বলশেভিক বিপ্লবের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়।

খ ১৯১৭ ঐতিহাসিক বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনার পটভূমি আকস্মিকভাবে কিংবা স্বল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়নি। উনিশ শতকে বলশেভিক বিপ্লবের সামাজিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল। ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং রাশিয়াতে এ আন্দোলনের বিস্তৃতি বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের শাসন পরিচালনায় অক্ষমতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় এবং রাশিয়ার জনগণের চিন্তাচেতনার ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রভৃতি নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ প্রকট হওয়ার ফলে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে কায়সার মিয়ার সোমপুর গ্রামটি একটি অনুন্নত গ্রাম। দীর্ঘদিন থেকে এ গ্রামের সদস্যরা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। অন্যান্য দারিদ্রপীড়িত গ্রামের মতোই এ গ্রামে ক্ষুধা, অনাহার, দারিদ্র্য ও সম্পদের অপ্রতুলতায় ভুগছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি— এসবই দারিদ্রের কষাঘাতে বিপর্যস্ত। সোমপুর গ্রামের বর্তমান এ অবস্থা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় ইতিহাসের সেই স্মৃতির কথা, যখন উনিশ শতকের শুরুতে বিশ্বের

সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র রাশিয়া একইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রাশিয়ার সেই সময়কার সমাজ অপশাসনের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, কৃষির উৎপাদন হ্রাস, শাসকশ্রেণির অদক্ষতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি কারণে সমাজ জীবনে নেমে এসেছিল গভীর অন্ধকার। ১৮৯৭ সালে রাশিয়ার মোট জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি, যার মধ্যে ৯০ শতাংশই ছিল কৃষক। অথচ এসব কৃষকদের অবস্থা ভূমিদাসদের চেয়ে উন্নত ছিল না। তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়া শিল্প শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। এভাবে রাশিয়া পরিণত হয়েছিল অবহেলিত শ্রমজীবী ও ক্ষুধার্ত কৃষকদের এক বাসস্থানে।

ঘ বলা হয়ে থাকে, প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জননী। অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন বেশি, সেখানেই অধিক উদ্ভাবন হয়। উদ্দীপকের সোমপুর গ্রামের কায়সারের উদ্ভাবনী চিন্তাচেতনাও এরূপ প্রয়োজনের তাগিদেই এসেছে। ঠিক যেমনভাবে এসেছিল বলশেভিক বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সমাজ থেকে। তৎকালীন রুশ সমাজ ছিল অন্ধকারময় একটি সমাজ। এ সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অনেকটা ঘুণে ধরা। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে রুশ সমাজে চলে আসছিল এক নিরব বঙ্গুনা। পুঁজিপতিদের শাসন-শোষণ আর জারদের অদক্ষতা সমাজে সৃষ্টি করেছিল বৈষম্যের বিশাল উঁচু এক প্রাচীর। জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ কৃষিকাজের সাথে জড়িত থাকলেও কৃষকদের মালিকানা ছিল না। জমিদারি প্রথা নিয়ন্ত্রণ করা হলেও অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। কৃষকেরা ছিল ভূমিদাসের মতোই। আবার শিল্পের বিকাশ ঘটলেও শিল্প শ্রমিকের জীবন ছিল অত্যন্ত নিচু স্তরে। তারা অনেকটা মানবেতর জীবনযাপন করত। এ ক্ষুধার্ত কৃষক ও অবহেলিত শ্রমিকেরা বিপ্লবের প্রাণ হিসেবে কাজ করে। আবার জার নিকোলাসের পারিবারিক শাসন এবং স্বৈরাচারী ব্যবস্থা সমাজে কেবল অভিজাত সম্প্রদায়কেই খুশি করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়। এরূপ মতবাদের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে লেখক-দার্শনিকদের প্রচারণা, শ্রমিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক সংকট, বিপ্লবী রাজনৈতিক দল ইত্যাদি বিষয়। অর্থাৎ সমস্যা থেকে সম্ভাবনা খুঁজে বের করার যে চিরায়ত প্রচেষ্টা মানুষের, রাশিয়ার সমাজে তারই প্রয়োগ ঘটেছে। মার্কসের লেখনি, লেনিন-ট্রটস্কির

আন্দোলন এক্ষেত্রে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলে সাধারণ জনগণকে নিয়ে সংঘটিত হয়েছে বিপ্লব। প্রয়োজনের নিরিখেই এ বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল।

প্রশ্ন ২ জুয়েল বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সময় নির্ভর মুদ্রা সংগ্রহ করত। সে রাশিয়ার জার শাসনকালকে স্মরণ করতে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রতিকৃতি যুক্ত একটি মুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরে খুব খুশি।

◀ *শিখনফল: ১ ও ৪*

- ক. চরিত্রগতভাবে বলশেভিক বিপ্লব কী বিপ্লব নামে পরিচিত? ১
- খ. দ্বিতীয় নিকোলাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জুয়েলের সংগৃহীত রাশিয়ান মুদ্রাটি তাকে কোন বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ মনে করিয়ে দেবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জুয়েলের চিন্তাধারায় উক্ত বিপ্লব কি একটি সফল বিপ্লব হিসেবে গুরুত্ব পাবে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চরিত্রগতভাবে বলশেভিক বিপ্লব প্রলেতারিয়েত কমিউনিস্ট বিপ্লব নামে পরিচিত।

খ দ্বিতীয় নিকোলাস একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তার চরিত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন দুর্বল মানসিকতার অধিকারী এবং অত্যন্ত ভীру প্রকৃতির। তার চরিত্রে দেশপ্রেমের ছাপ স্পষ্ট। তিনি কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তার চরিত্রে অকর্মণ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া দ্বিতীয় নিকোলাস তার রানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।

গ উদ্দীপকে জুয়েলের সংগৃহীত রাশিয়ান মুদ্রাটি তাকে বলশেভিক বিপ্লবের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় শাসক হলেও ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠছিলেন। তিনি নিজস্ব দুর্বলতার জন্য শক্ত হাতে কোনো পরিস্থিতি সামাল করতে পারতেন না। তার স্ত্রী আলেকজান্দ্রা তাকে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করত। একদিকে অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, অন্যদিকে তা থেকে উৎসারিত স্বৈরশাসন জার দ্বিতীয় নিকোলাসের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার সামনে টিকতে সমর্থ হয়নি। ফলে জনগণ ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এছাড়াও রানি রাসপুটিন নামক এক ধর্মযাজকের খুব ভক্ত ছিলেন, যার প্রভাব পরিলক্ষিত হতো শাসনকার্যে। কিন্তু তাও ছিল জনগণের প্রতিকূলে। এ অবস্থায় ১৯০৫ সালে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের ফলে জার বাধ্য হয়ে ‘ডুমা’ নামক এক পার্লামেন্ট স্থাপন করেন। এতে কেবল অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব থাকায় স্বৈরাচারী শাসনের কোনো উন্নতি হয় না। এ সময় জনগণের অবস্থার সত্যিকার কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। ফলে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।

ঘ হ্যাঁ, জুয়েলের চিন্তাধারায় উক্ত বিপ্লব একটি সফল বিপ্লব হিসেবে গুরুত্ব পাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বলশেভিক বিপ্লব একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় এবং বিপ্লবী ঘটনা। ১৯১৭ সালের এ বিপ্লব শুধু রাশিয়াতে নয়,

বরং সারা পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনধারার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে। স্বভাবতই উদ্দীপকের জুয়েলের চিন্তাধারাতেও উক্ত বিপ্লব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্থান করে নিবে। বর্তমান রাশিয়ায় এ বিপ্লবের ফলাফল হয়তবা অবশিষ্ট নেই কিন্তু সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সফল বিপ্লব ছিল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নির্যাতিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সংঘটিত কোনো সফল প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী এবং অভিজাতশ্রেণির শোষণের অবসান ঘটে বিপ্লবের মাধ্যমে।

উনিশ শতক থেকে চলে আসা ইউরোপের সমাজচিন্তা, দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে এ বিপ্লবের মাধ্যমে। তাছাড়া তখন রাশিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। রাষ্ট্রক্ষমতায় সাধারণ কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। মানবকল্যাণমুখী এবং পুঁজিবাদী বিরোধী একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গোটা পৃথিবীর শোষিত মানুষের আন্দোলনের পক্ষে একটি মাইলফলক হিসেবে এ বিপ্লব মডেলরূপে পরিগণিত হয়। লেনিনের নেতৃত্বে এ বিপ্লবকে সফল করে তোলে। বিপ্লব সম্পর্কিত উপরিউক্ত সময় পর্যন্ত একে একটি সফল বিপ্লব হিসেবেই দেখা যায়। যদিও পরবর্তীকালে অনেকে অভিযোগ করে, যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ বিপ্লব হয়, শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয় এবং বর্তমানে এ বিপ্লবের ফল অবশিষ্ট নেই, কিন্তু তারপরও এটি একটি সফল বিপ্লব। কেননা সেই সময় এটি যে সফলতা অর্জন করেছিল, একটি বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছু দরকার বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন ৩ বিরামপুর অঞ্চলের অত্যন্ত প্রভাবশালী চেয়ারম্যানের ভাইয়ের ছেলে মফিজ ও তার স্ত্রী হালিমা পার্শ্ববর্তী সবুজগ্রামে বেড়াতে গেল। বিরামপুরের চেয়ারম্যানের সাথে সবুজগ্রামের মোড়লের দীর্ঘদিনের পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ থাকার কারণে সস্ত্রীক মফিজকে মোড়লের লোকেরা হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে বিরামপুরের চেয়ারম্যানের লোকেরা সবুজগ্রামে হামলা চালায়। এই হামলায় আশপাশের কিছু গ্রাম চেয়ারম্যান ও মোড়লের পক্ষে যোগ দিলে তা একটি বড় হাঙ্গামায় পরিণত হয়। অবশেষে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকজনের চেষ্টায় হাঙ্গামার অবসান হলেও ততদিনে বহু রক্তক্ষয়, ঘর-বাড়ি ধ্বংস ও চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

◀ *শিখনফল: ১*

- ক. লয়েড জর্জ কে ছিলেন? ১
- খ. The Hall of Mirrors কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার বই এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে কারণটি মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে লেখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঐ কারণ ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী আরো অনেক পরোক্ষ কারণ ছিল- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লয়েড জর্জ ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

খ The Hall of Mirrors হলো ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান।

এ স্থানটি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থিত। এটি ১৬৭৮ থেকে ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্দশ লুই এর আমলে নির্মিত হয়। ১৯১৯ সালের ভার্সাই সন্ধির সাথে The Hall of Mirrors এর গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। এখানে ১৯১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ৩২টি দেশের এক হাজারের বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ ও তার স্ত্রী সোফিয়ার হত্যাকাণ্ড তথা সারায়েভো হত্যাকাণ্ডের মিল বিদ্যমান।

১৯১৪ সালে সকল ইউরোপের দেশের মধ্যে পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এবং অস্ত্রপ্রতিযোগিতা মাথাচারা দিয়ে ওঠে। এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের পরিবেশেই অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ স্লীক বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে বেড়াতে গেলে ২৮ জুন সকাল ১১টায় প্রকাশ্যে দিবালোকে রাজপথেই সার্ব আততায়ী গ্যাবরিয়েল প্রিন্সিপের গুলিতে নিহত হন। এমতাবস্থায় ২৮ জুলাই ১৯১৪ তে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু জার্মানি অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। যেহেতু জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে মিত্রতা স্থাপন করে তাই তারা আধিপত্য বিস্তারের আশায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরির পক্ষে ফ্রান্সের সাথে এবং রাশিয়ার সাথে জোরপূর্বক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে জার্মানি বেলজিয়ামের নিরাপত্তা ভঙ্গ করায় ব্রিটেন ৪ আগস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেক্রমেই তিনটি মহাদেশের প্রায় ৩৪টি দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকেও এরূপ অবস্থারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বিরামপুরের চেয়ারম্যানের সাথে সবুজগ্রামের মোড়লের শত্রুতার জের ধরেই চেয়ারম্যানের ভাই মফিজ ও তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বিরামপুরের মানুষ সবুজগ্রামে হামলা করলে আশপাশের গ্রামও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর এ ঘটনা আমাদেরকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণকে মনে করিয়ে দেয় যা পরবর্তীতে সংহারমূর্তিরূপে বিশ্ব যুদ্ধের দামামা ছড়িয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কারণ তথা সারায়েভো হত্যাকাণ্ড ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য আরো অনেক পরোক্ষ কারণ জড়িত ছিল উক্তিটি যথার্থ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণগুলোর মধ্যে প্রধান একটি কারণ হলো অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার। এ সময়ে ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংঘটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উনিশ শতকে পুঁজিবাদ যতখানি বিকশিত হয়েছিলো তার সাথে সঙ্গতি রেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ না ঘটায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লব, আন্দোলন ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটতে থাকে।

এছাড়া ইউরোপীয় প্রধান দেশগুলোতে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ফরাসি বিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে জাতীয়তাবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এ কারণে পরমত ও ভাবধারা সহিষ্ণুতার বিন্দুমাত্র ছিল না তৎকালীন ইউরোপে। অন্যদিকে জার্মানি, ইতালি ও আফ্রিকার ত্রিশক্তি মৈত্রী এবং ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের ত্রিশক্তি আঁতাত ইউরোপকে দুটি ভিন্ন মেরুতে এনে দাড় করার ফলে যুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য।

উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা তথা সারায়েভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ হলেও উপরিউক্ত বিষয়গুলোর জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘনীভূত হয় ও সমগ্র ইউরোপব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অবর্ণনীয় ও এর প্রভাব সমগ্র বিশ্ব উপলব্ধি করে। তাই এটা প্রতীয়মান হয় যে, সারায়েভো হত্যাকাণ্ডের সাথে উপরিউক্ত কারণগুলো জড়িত থাকার কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ৪ সম্প্রতি সৌদি দূতাবাসের এক কর্মকর্তা ঢাকায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আততায়ীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে পুলিশের এক উপ-কমিশনার উল্লেখ করেন নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, এর মধ্যে বিশ শতকের শুরুর দিকে এক যুবরাজ সস্ত্রীক আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে বিশ্বব্যাপী একটি ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আততায়ীদের এই ঘটনা বিশ্বকে শান্তির পথ থেকে অশান্তির পথে নিয়ে যায়।

◀ শিখনফল: ৪

- ক. কত সালে মুসোলিনী করফুর দ্বীপ দখল করেন? ১
- খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ভৌগোলিক অবস্থান তার পতনের জন্য কতটা দায়ী লিখ। ২
- গ. পুলিশের উপ-কমিশনার যে ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ দিয়েছেন তার সাথে স্মৃতি কোন যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণের ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর শুধু উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডের কারণেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল? মতামত সহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯২৩ সালে মুসোলিনী করফুর দ্বীপ দখল করেন।

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পতনের জন্য তার ভৌগোলিক অবস্থান অনেকাংশ দায়ী।

জার্মানি ইউরোপের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর ভৌগোলিক সীমান্ত ছিল সীমিত। এ কারণে জার্মানি ছিল আক্রামক। ব্যাপক আক্রমণের মুখে পিছু হটে আত্মরক্ষা করার মতো পশ্চাৎভূমি তার ছিল না। একারণে জার্মানির পরাজয় হয়।

গ উদ্দীপকে পুলিশের উপ-কমিশনার যে ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ দিয়েছেন তার সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে স্ত্রী সোফিয়াসহ ভ্রমণকালে সার্ব আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। এ

হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্টিয়া সার্বিয়াকে সম্পূর্ণ দায়ী করে ২৮ জুলাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পূর্বোক্ত চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি এটিকে সমর্থন জানায়। এদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়া সার্বিয়াকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। আর ক্রমে ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্রগুলোও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তা বিশ্বযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

সম্প্রতি ঢাকায় সৌদি দূতাবাসের এক কর্মকর্তা আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে পুলিশের এক উপ কমিশনার বিশ শতকের শুরু দিকের একটি হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা বিশ্বকে শান্তির পথ থেকে অশান্তির পথে নিয়ে যায় অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।

সুতরাং উক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারের উদাহরণে ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ না, আমি মনে করি না যে শুধু উক্ত হত্যাকাণ্ডের কারণেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর সাম্যবাদের বাণী নিয়ে নেপোলিয়ন একের পর এক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো দখল করে তথাকার স্বৈরাচারী রাজবংশগুলোকে উৎখাত করে প্রজাবান্ধব সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতালি, অস্টিয়াকে পুনর্গঠন করেন। ১৮১৫ সালে ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের কাছে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলে উক্ত বছর অস্টিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসকে বিজয়ী দেশের রাজ্যবর্গ বিশেষ করে ইংল্যান্ড, অস্টিয়া ও রাশিয়া ইউরোপকে নেপোলিয়ন পূর্ব অবস্থায় নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তারা জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোকে উৎখাত করে পূর্বকার রাজবংশগুলোকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রান্স ও জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্ফূরণ ঘটে এবং তারা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ইউরোপীয় শক্তি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায়। যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথকে ত্বরান্বিত করে। আর বিসমার্ক অস্টিয়া ও ইতালির সাথে Triple Alliance সম্পাদন করলে ফ্রান্স ইংল্যান্ড ও রাশিয়া পরস্পর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে 'ত্রিশক্তি' আঁতাত করে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথকে সুগম করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুবরাজ ফার্ডিনান্ড ও তার স্ত্রী হত্যাকাণ্ড ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ধরা হলেও এ যুদ্ধের পিছনে আরো অনেক পরোক্ষ কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ সার্বিনা রহমান তার ছাত্রীদের আন্তর্জাতিক একটি সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছিলেন। যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে। এ সংগঠনটির দুটি শক্তিশালী অঙ্গ ছিল। একটি অঙ্গে কোনো মীমাংসার সূত্র বের করার জন্য সকল সদস্যের একমত হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। একমাত্র প্রথাগত কোনো বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে পরিষদকে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো।

◀ **শিখনফল:** ৭

ক. ভিয়েনা সম্মেলন কত সালে হয়েছিল?

১

খ. জাতিসংঘের পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উক্ত সংগঠনটির গুরুত্ব তুলে ধর।

৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিয়েনা সম্মেলন হয় ১৯৬১ সালে।

খ জাতিসংঘ (United Nations Organizations) বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী আন্তর্জাতিক সংগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত করে তোলে। ফলে বিশ্বনেতৃবৃন্দ সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের ভিত্তিতে একটি সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতিসংঘ (United Nations Organization) সে উদ্যোগের ফসল।

গ উদ্দীপকে শিক্ষিকা সার্বিনা রহমান যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলেছেন সেটি জাতিপুঞ্জ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, প্রতিহিংসার ধারা যদি সকল রাষ্ট্রের মধ্যে অব্যাহত থাকে তবে সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে। ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত শান্তিসম্মেলনে উপস্থিত বিশ্ব প্রতিনিধিগণ বিশ্ব শান্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট উইলসনের শান্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানায়। ভার্সাই চুক্তিতে এই প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হলে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়। লীগ অব নেশনস-এর দুটি শক্তিশালী অঙ্গ ছিল। একটি কাউন্সিল এবং অপরটি সাধারণ পরিষদ বা General Assembly। ৪টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র যেমন— ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান নিয়ে লীগ অব নেশনস-এর কাউন্সিল গঠিত হয়। এ কাউন্সিলে মীমাংসার সূত্র বের করার জন্য সকল সদস্যের একমত হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। আর সাধারণ পরিষদে সদস্যভুক্ত সকল রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করতে পারত।

উদ্দীপকে সার্বিনা রহমান তার ছাত্রছাত্রীদেরকে যে আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে বলেছেন সেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে। সংগঠনের প্রধান দুইটি শক্তিশালী অঙ্গ ছিল যার একটিতে কোনো মীমাংসার সূত্র বের করার জন্য সকল সদস্যের একমত হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। সার্বিনা রহমানের ব্যক্ত সংগঠনের সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিপুঞ্জের মিল লক্ষ্যণীয়।

ঘ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উক্ত সংগঠন অর্থাৎ জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯২০ সালে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক কঠিন এক সময়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে যেসকল ছোট ছোট বিরোধের উত্থান হয় তা নিষ্পত্তির কোনো উদ্যোগ নেওয়ার কেউ ছিল না। এ বিরোধের কারণেই সংগঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যাতে পৃথিবীতে আর বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ না হয় সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতিপুঞ্জ। এলান দ্বীপপুঞ্জ সংক্রান্ত বিরোধ, সাইলেশিয়া সংকট

সমাধান, তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যকার সীমানা বিরোধ নিরসন, কারফুর সংকট, গ্রিস বুলগেরিয়া বিরোধ, পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া সংকট প্রভৃতি বিরোধ নিরসনে জাতিপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংকট নিরসন, পারস্পরিক আলোচনা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জাতিপুঞ্জ গঠনের ফলে পারস্পরিক শক্তি প্রয়োগের ঘটনা হ্রাস পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বে দীর্ঘকালীন সময়ে জাতিপুঞ্জের অবদানে বিশ্বরাজনীতি শান্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

উদ্দীপকে সাবিনা রহমানের বক্তব্যে জাতিপুঞ্জের আভাস পাওয়া যায়। এ সংগঠন মূলত বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কোনো অবদান না রাখতে পারলেও সমগ্র বিশ্বকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রাখার চেষ্টা করে। যদি শক্তিশালী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ লীগের অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ না করতো এবং ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদীরা আগ্রাসী না হতো তাহলে হয়তো জাতিপুঞ্জ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন সংকট নিরসনে সফল হতো।

প্রশ্ন ▶ ৬ পৃথিবীর সকল মানুষেরই শান্তিময়তার প্রতি প্রবল একটা আকর্ষণ থাকে। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরেই মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছে নানা সংগঠন ও নানা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, মহানবী (স)-এর হিলফুল ফুজুলই ছিল এ শান্তিময় সংস্থাগুলোর অগ্রদূত। কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা তিনি এ সংস্থার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

◀ শিখনফল: ৭

- ক. ভিয়েনা সম্মেলন কত সালে হয়েছিল? ১
- খ. ত্রিশক্তি আঁতাত বলতে কী বুঝায়? ২
- গ. উল্লিখিত হিলফুল ফুজুলের সাথে তোমার পঠিত কোন সংস্থার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “তুমি কি মনে কর উক্ত সংস্থা পরবর্তী এক দশক একটি সফল আন্তর্জাতিক সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?” মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিয়েনা সম্মেলন ১৯১৫ সালে হয়েছিল।

খ উদীয়মান পরাশক্তি জার্মানিকে মোকাবিলা করার জন্য ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মাঝে যে আঁতাত হয়, তা ত্রিশক্তি আঁতাত নামে পরিচিত।

শক্তি আঁতাত ছিল ত্রিশক্তি জোট-এর হুমকি মোকাবেলায় গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সামরিক জোট। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ফলে এ আঁতাত গড়ে ওঠে। মূলত ১৮৯৩ সালে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি, ১৯০৫ সালে ইজা-ফরাসি চুক্তি এবং ১৯০৭ সালে ইজা-রুশ চুক্তির ফল হচ্ছে ত্রিশক্তি আঁতাত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হিলফুল ফুজুলের সাথে আমার পঠিত সংস্থা লীগ অব নেশনস এর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

লীগ অব নেশনস গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখা। একে অপরকে আক্রমণ করতে নিরুৎসাহিত করা এবং সদস্যভুক্ত

কোনো রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে সমবেতভাবে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সহায়তা করা, সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যান্ডেট প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা এ লীগ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল। ভার্সাই সন্ধি ও প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অপরাপর যেসকল সন্ধি উপস্থাপিত হয়েছিল সে অনুযায়ী বিশ্বে স্থিতিবস্থা বজায় রাখার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যেই পরাশক্তিগুলো ১৯১৯ সালে এরূপ একটি সংস্থা গড়ে তোলে।

পৃথিবীর সকল মানুষেরই শান্তিময়তার প্রবল একটা আকর্ষণ থাকে। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুগ যুগ ধরেই মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন নানা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। যেমনটি মহানবী (স) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামে এক ঐতিহাসিক সংগঠন। আর তার প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠন ছিল শান্তিময় সংস্থাগুলোর অগ্রদূত।

পরিশেষে বলা যায়, মহানবী (স) এর হিলফুল ফুজুলের সাথে ১৯১৯ সালে জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা অর্থাৎ লীগ অব নেশনস পরবর্তী এক দশক একটি সফল আন্তর্জাতিক সংস্থার মর্যাদা লাভ করে বলে আমি মনে করি।

লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠার পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে সক্ষম হয়। এলাভ দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও ফিনল্যান্ডের আপত্তি উপেক্ষা করে ব্রিটেনের প্রস্তাবে জাতিসংঘ এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে অনুসন্ধানের দায়িত্ব প্রদান করে। এ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এলাভ দ্বীপপুঞ্জ ফিনল্যান্ডের অধীনে রাখা হয় তবে এ দ্বীপের অধিবাসীদের স্বকীয়তা, সংস্কৃতি, জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার জন্য একে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা ফিনল্যান্ডকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া সাইলেশিয়া প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে পোল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে লীগ কাউন্সিলের মাধ্যমে উভয় দেশের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। উভয় দেশ তা মেনে নেয়। আর তুর্কি-ইরাক যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে লীগ মধ্যস্থতা করে উভয় পক্ষকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়। আর গ্রিস ও আলবেনীয় সীমান্তে জরিপ কাজে নিযুক্ত জনৈক ইতালীয় কর্মচারীকে গ্রিসে হত্যা করলে মুসোলিনি ১৯২৩ সালে গ্রিসের করফুর দ্বীপে গোলাবর্ষণ করে তা দখল করে নেয়। ইতালি অতঃপর গ্রিসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে। গ্রিস বিষয়টি কাউন্সিলে উত্থাপন করলে লীগ সমস্যাটি সমাধান করে দেয়।

এভাবে দেখা যায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত লীগ অসংখ্য ক্ষুদ্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় সমর্থ হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ টেন্ডার দখল করতে নাইমুর কলেজ থেকে বেশকিছু ছাত্রকে অস্ত্র, বোমা ও মোটরবাইক দিয়ে অফিসে পাঠায়। বিষয়টি জানার পর তুহিনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পঞ্চাশ জন ছাত্রকে দা, ককটেল, পেট্রোল বোমা দিয়ে উক্ত অফিসে পাঠায় টেন্ডার দখল

করতে। মারামারি শুরু হলে পুলিশও সেখানে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ব্যবহার করে। এতে ছাত্রদের দু জন নিহত, ত্রিশ জন আহত হয় এবং অনেকের আর পরীক্ষা বা ক্লাস করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া দু জন পুলিশ ও তিন জন পথশিশু মারাত্মক আহত হয়। আর উক্ত অফিসের দরকারি কাগজপত্র ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

◀ শিখনফল: ৩

- ক. ভার্সাই সন্ধিতে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্ত সংযোজিত করা হয়? ১
- খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনে উৎকট জাতীয়তাবাদের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. নাইমুর ও তুহিনের টেন্ডার দখলের গতিবিধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. টেন্ডার দখলের মাধ্যমে একপক্ষ লাভবান হলেও মোট ক্ষয়ক্ষতি ছিল অপূরণীয়- তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভার্সাই সন্ধিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্ত সংযোজিত করা হয়।

খ উৎকট জাতীয়তাবাদ যুদ্ধের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা বা জাতীয়তাবাদ দমনের মধ্যে যেমন যুদ্ধবিগ্রহের বীজ নিহিত থাকে, তেমনি উৎকট জাতীয়তাবাদও যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে সহায়তা করে। জার্মানদের মধ্যে একটা ধারণা সবসময় কাজ করত যে জার্মান পিতৃভূমি সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এবং জার্মান জাতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ উৎকট জাতীয়তাবাদ জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এর সংকীর্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, জাপান এবং অন্যান্য দেশে। এ উৎকট জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রত্যেক দেশের মধ্যে যুদ্ধের প্রভুতি চলতে থাকে। এর শেষ পরিণতি ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

গ উদ্দীপকের নাইমুর ও তুহিনের টেন্ডার দখলের গতিবিধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র ও অক্ষ শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের নগ্ন চিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রথম যুদ্ধ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শক্তির লড়াই এবং আধিপত্য বিস্তার ছিল এ যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জোর যার মুল্লুক তার— এ নীতির ওপর ভিত্তি করে, আদর্শ ন্যায়-অন্যায়কে পদদলিত করে এ যুদ্ধ চলে। দেশ দখলের নেশায় মত্ত হয়ে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের টেন্ডার দখলবাজিও এ যুদ্ধের আদর্শকে নিয়েই যেন হচ্ছে। টেন্ডারবাজিতে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। যে যাকে পরাস্ত করে, ক্ষমতার জোরে টেন্ডার দখল করতে পারবে, সেই সফল। বিভিন্ন দল, পক্ষ বা গ্রুপ এজন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যেমনভাবে বিশ্বযুদ্ধে দেশ দখলের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এর পক্ষগুলো। বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গন নিয়ে

যেভাবে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ এবং দখল-বেদখলের খেলা চলেছে, টেন্ডার নিয়েও তাই হচ্ছে বর্তমানে। শক্তি ও ক্ষমতা বেশি থাকলেই যেন টেন্ডার দখল নেওয়া যায়। এ অনিয়ম, যুদ্ধকালীন নিয়মই এখন হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক টেন্ডার দখলের অস্বাভাবিক নিয়মে।

ঘ যুদ্ধ সংঘাতের মাধ্যমে একপক্ষ জয়ী হয়, অন্য পক্ষ পরাজিত হয়। কিন্তু যেই জয়ী হোক না কেন, চরম ও অপূরণীয় ক্ষতির বিনিময়েই তা অর্জন করতে হয়। টেন্ডার দখলের আলোচ্য ঘটনাতে একপক্ষ লাভবান বা বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে দিতে হয়েছে দুটি প্রাণ, অনেকগুলো মানুষের হতাহত হওয়া এবং রক্তের প্রতিদান। অনেকে হয়তবা মূল্যবান শিক্ষাজীবন থেকে বারে পড়েছে। বিজয়ী পক্ষের লোকজনেরও যে ক্ষতি হয়নি, তা কিন্তু নয়। যেমনভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তিকে দিতে হয় প্রায় ৯৫ লক্ষ মানুষের প্রাণ। অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ বিজয় কেবল শূন্যতাই বৃন্দ্বি করেছে। মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সবমিলে এ মহাযুদ্ধ যেন পৃথিবীকে এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল। যারা বিজয়ী হয়, তারাও যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়, বিজিতদের সাথে তার যোগ করলে এ পরিমাণ কল্পনাকেও হার মানাতে চায়। ধ্বংস আর ধ্বংস যেন চারদিকে ছেয়ে ফেলে। বিশ্বযুদ্ধের আদলে ব্যাখ্যা করলে নাইমুর ও তুহিনের টেন্ডার দখলের প্রতিযোগিতাও একটি যুদ্ধ। এ যুদ্ধে একপক্ষ টেন্ডারের দখল নিতে সক্ষম হলেও মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুপাতিক হারে বিশাল। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হলেও তো একপক্ষ টেন্ডারের দখল নিয়েছে। এটাই বা কম কিসে যারা টেন্ডারবাজ তাদের কাছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে আক্রমণ প্রতিহত করে। আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষা অনেক সহজ। যে কারণে পাকিস্তানি বাহিনী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।

◀ শিখনফল-৩

- ক. জার্মানি কত তারিখে রাশিয়া আক্রমণ করে? ১
- খ. উদ্ভো উইলসনের ১৪ দফার যেকোনো ৫টি দফা লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে পাকিস্তানের পরাজয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন দেশের পরাজয়কে ইজিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত দেশের পরাজয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জার্মানি ১৯১৪ সালের ১ আগস্ট রাশিয়া আক্রমণ করে।

খ বিশ্ববাসীর আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে রূপদান করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উদ্ভো উইলসন তার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্তের মধ্যদিয়ে।

দফাগুলো হল:

গোপন কূটনীতির স্থলে খোলাখুলিভাবে শান্তিচুক্তির শর্ত আলোচনা করতে হবে। মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ

অধিকারকে স্বীকার করা হবে, রাশিয়ায় অধিকৃত স্থানগুলো রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন করতে হবে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তানের পরাজয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়কে ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাঙালিদের আত্মরক্ষামূলক নীতির মাধ্যমে পাকবাহিনীর পরাজয় পাঠ্যবইয়ের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জার্মানির রণনীতি ছিল আক্রমণাত্মক কিন্তু মিত্র শক্তির রণনীতি ছিল আত্মরক্ষামূলক। জার্মানি আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পারদর্শী ছিল কিন্তু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে দুর্বল ছিল। এর কারণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে পিছু হটে দাঁড়াবার মতো জায়গা জার্মানির ছিল না। জার্মানির আয়তন ছিল ৩,৫৭,০২১ বর্গ কিমি। অপরদিকে, বিশাল এলাকা নিয়ে রাশিয়ার আয়তন ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গ কিমি। সূত্রাং শত্রুকে জায়গা দিয়ে রাশিয়ার পিছু হটে দাঁড়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাই আত্মরক্ষামূলক জনযুদ্ধে জার্মানি হেরে যায়।

ঘ উক্ত দেশ বলতে জার্মানিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমত, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে মিত্রশক্তি অপেক্ষা জার্মানির অক্ষমতা। জার্মানির যে অস্ত্রবল ও লোকবল ছিল তা দিয়ে স্বল্পকালের যুদ্ধে জার্মানির জয় ছিল নিশ্চিত, কিন্তু জার্মানির পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। ফলে যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ত্রিশক্তি আঁতাতে তুলনায় জার্মান নেতৃত্বাধীন ত্রিশক্তি চুক্তির নৌ শক্তির দুর্বলতা। জার্মানির পরাজয়ের অন্যতম কারণ নৌ যুদ্ধে ব্যর্থতা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স বরাবরই নৌশক্তিতে বলীয়ান ছিল। ব্রিটেন তার নৌশক্তি দিয়ে জার্মানির সমুদ্রপথ অবরোধ করে যা ডিঙিয়ে জার্মানি বিদেশ থেকে সামরিক দ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের পরাজয় ত্বরান্বিত হয়।

তৃতীয়ত, ত্রিশক্তি চুক্তির দুর্বলতা। ত্রিশক্তি চুক্তির সম্মিলিত শক্তি, ত্রিশক্তি আঁতাতে সম্মিলিত শক্তির তুলনায় অনেক দুর্বল। আর এ কারণে জার্মানি ক্রমশ পরাজয়ের দিকে ধাবিত হয়।

চতুর্থত, জার্মানির আত্মরক্ষামূলক নীতির দুর্বলতা। জার্মানি আক্রমণাত্মক দিকে শক্তিশালী ছিল কিন্তু আত্মরক্ষামূলক ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল।

উপরোক্ত কারণগুলোই জার্মানির পরাজয়ের জন্য দায়ী।

প্রশ্ন ৯ সমতল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। একটি সন্ধির মাধ্যমে তাদের সংঘর্ষ বন্ধ হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রাম ও অঞ্চল গঠন করা হয়।

◀ পিখনফল-৬

ক. আর্চডিউক ফ্রান্সিস ও সোফিয়া কে? ১

খ. লীগ অব নেশনসের দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সমতল অঞ্চলের সন্ধির মাঝে বিশ্বের কোন সন্ধির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমতল অঞ্চলের সন্ধির মাঝে বিশ্বের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে সে সন্ধিটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ভারী উত্তরাধিকারী ছিলেন আর্চডিউক ফ্রান্সিস ও সোফিয়া তার স্ত্রী।

খ লীগ অব নেশনস এর মূল উদ্দেশ্য হল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাছাড়া লীগের অন্যতম ২টি উদ্দেশ্য হল—

(১) সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখা।

(২) সদস্যভুক্ত কোনো রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সহায়তা করা।

গ উদ্দীপকে সমতল অঞ্চলে সন্ধির মাঝে ভার্সাই সন্ধির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে ভার্সাই সন্ধির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সন্ধির মাধ্যমে গোটা ইউরোপের রাজনীতি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে হানাহানি ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তা ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে বন্ধ হয়। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা ইউরোপের সংখ্যালঘু সমস্যা সৃষ্টি হয়। এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতি নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনে সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কথা ভেবেই তাদের স্বার্থে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়। বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উইলসনীয় আদর্শবাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ‘লীগ অব নেশনস’ নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ করে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থায়ী করার উদ্দেশ্য নিয়েই লীগ অব নেশনস এর যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, সমতল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। একটি সন্ধির মাধ্যমে তাদের সংঘর্ষ বন্ধ হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এছাড়া ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রাম ও অঞ্চল গঠন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে সমতল অঞ্চলের সন্ধির সাথে ভার্সাই সন্ধি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে সমতল অঞ্চলের সন্ধির মাঝে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ভার্সাই সন্ধির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

ভার্সাই সন্ধি আধুনিক কালের ইতিহাসে একটি বিতর্কিত বিষয়। জার্মান জাতি এটিকে 'Dictated Peace' বা বিজিতের উপর বিজিতের জবরদস্তিমূলক চাপানো চুক্তি বলে মনে করে। ভার্সাই সন্ধির ফলে প্রতিটি নতুন দেশে অন্য জাতির বহু সংখ্যা লঘু অধিবাসীর উপস্থিতি ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যার ফলে মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সন্ধিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এ সন্ধির মাধ্যমে একদিকে জার্মানিকে কেটে ছেটে দুর্বল করে ফেলা হয় অপরদিকে হ্যাপ্সবুর্গ ও জারের সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে পরবর্তীতে নাৎসী দলের নেতৃত্বে জার্মানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন চালালে এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়নি।

তাছাড়া রাশিয়াকে এ সম্মেলনে আহ্বান না করে এবং রাশিয়ার সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই রুশ-চেক, রুশ-পোলিশ ও রুশ-বাল্টিক সীমান্ত করায় রাশিয়া ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা করে। ফলে ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান সহযোগিতায় এ চুক্তি ভেঙে ফেলা হয়। ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে পরাজিতের প্রতি যে ঘৃণা ও অবিচার প্রদর্শন করা হয়েছিল তার ফলে অচিরেই জাতীয়তাবাদের

পুনরুত্থান ঘটায় এবং জার্মানি এ সন্ধির শর্ত মান্য করার জন্য নৈতিকতা বোধ করেনি। ফলে অচিরেই সন্ধিটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং বিশ্ব দ্বিতীয় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ভার্সাই সন্ধির মাঝেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ লুকায়িত ছিল।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ১০ উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার মধ্যে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত দ্বন্দ্ব চলছিল। উত্তরপাড়ার চেয়ারম্যানের ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণপাড়ার উপর দিয়ে ভ্রমণে যাচ্ছিল। এ সময় দুষ্কৃতকারীদের হাতে চেয়ারম্যানের ছেলে নিহত হয়। এ ঘটনার জন্য উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়া দায়ী করে। এ ঘটনার জের ধরে পাড়া দুটির মধ্যে তুমুল বিবাদের একপর্যায়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়।

◀ **শিখনফল:** ১ ও ২

- বাল্টিক সমুদ্রের এলাভ দীপপুঞ্জ কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল? ১
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্গত ভার্দুনের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ? ২
- উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার সংঘর্ষের ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন কারণকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ‘উক্ত কারণটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়’- মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

- বাল্টিক সমুদ্রের এলাভ দীপপুঞ্জ ফিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- ইজ-ফ্রাঙ্ক বাহিনী আলসাস-লোরেন অঞ্চলে জার্মান তৎপরতা নেই দেখে সেদিক দিয়ে জার্মানিতে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কিন্তু জার্মান বাহিনী খুবই মজবুত পরিখা খনন করে অবস্থান নেয়। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জার্মান বাহিনী ভার্দুনের যুদ্ধে অনবরত অভিযান চালিয়ে ফরাসি বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করলেও বিজয় অর্জন হয়নি। ভার্দুনে উভয় পক্ষের ৭,০০,০০০ থেকে ৯,৭৫,০০০ সৈন্যের জীবননাশ হয়।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা কর।
- পুঁজিবাদের বিকাশ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতটুকু দায়ী? মতামত দাও।

প্রশ্ন ► ১১ বিশ্বের ইতিহাসে এমন এক যুদ্ধের আমরা নজির পাই যার সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়। শুধু জীবন ও সম্পদের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বিগত দুইশত বছরে ইউরোপে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে যত ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণে

ক্ষতি হয়েছে এ যুদ্ধে। এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৭ কোটি মানুষ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশ নেয়, যার মধ্যে প্রায় ১ কোটি সৈন্য মারা যায়।

◀ **শিখনফল:** ৩

- কত সালে জাপান চীন আক্রমণ করে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়? ১
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল মানুষের নীতিবোধকে কীভাবে ধ্বংস করে? ২
- উদ্দীপকে ইজিতকৃত যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- উক্ত যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ১৯১৩ সালে জাপান চীন আক্রমণ করে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়।
- যুদ্ধের ফলে মানুষের ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। উভয় পক্ষ ব্যাপক মিথ্যা প্রচার প্রচারণা চালায়। শত্রুর ক্ষতিকে বড় করে দেখানো এবং নিজেদের ক্ষতিকে ছোট করে দেখানো প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ধ্যান-ধারণার জন্য মানুষের মননশীলতার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় এবং মিথ্যাচার মানুষের নীতিবোধকে ধ্বংস করে দেয়।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ধারণা দাও।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব আলোচনা কর।